দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5।5।79 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

সাভার খামারে জিয়া

শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে পশু পালন ও গো প্রজননের জন্যে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও সিলেটে আরও চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর কাজ ত্বরান্বিত করতেও প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল বিকেলে সাভারে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামার পরিদর্শন শেষে প্রেসিডেন্ট জিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন। এই সময় পশু পালন ও মৎস্য উন্নয়নমন্ত্রী আলহাজ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বেকার যুবক

(১-এর পৃঃ পর)

কে এম ওবায়দুর রহমান এবং বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া দেড় ঘন্টা যাবত সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামারের বিভিন্ন কর্মসূচী ঘুরে দেখেন। তিনি এই খামারের কর্মপদ্ধতি ও কাজের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামার কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রতিব্যাচে ২০০ প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে বছরে তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাতে কলমে কাজ শিখে তাঁরা গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সরকার প্রয়োজন বোধে তাঁদের জমি, পুঁজি ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করবেন। সমবায় ভিত্তিতে এই ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশে সফল হবে বলে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এতে বেকার সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

তিনি বলেন, এই ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠার সমবায় উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলে সরকার তাঁদের খাস জমি বরাদ্দ করবেন। তিনি বলেন, এতে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়বে। গবাদি পশু সম্পদেরও উন্নয়ন হবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, এই উদ্দেশ্যেই সরকার বন মন্ত্রণালয় থেকে পশুপালন মন্ত্রণালয়কে আলাদা করে নিয়েছেন

১৯৬৫ সালে পশ্চিম জার্মান সরকারের সহায়তায় সাভার দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মান সরকার এই খামার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাবদ এই পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা সাহায্য দিয়েছেন। বর্তমানে সাভার দুগ্ধখামার রাজধানী ঢাকায় দৈনিক ১০ হাজার লিটার তরল দুধ সরবরাহ করছে।

সরকারের পশু পালন বিভাগের পরিচালক ডঃ আলাদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্টকে খামার প্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা জানিয়ে খামার কার্যপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ডঃ ডব্লু ডি শিলিংও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খামার পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের খামার। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে দুগ্ধ উৎপাদন ও গো প্রজনন হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া খামার কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ না করে স্বল্প সংখ্যক কর্মচারী দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে জনশক্তি সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যেও পরামর্শ দেন।